চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বেসরকারি খাত। শিল্পের প্রসার, রপ্তানি খাত সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে অর্থনৈতিক খাত বিশেষ করে শিল্প ও উৎপাদনশীল প্রকল্পে বিনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১,০৯৫টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ৬৫,৫৬৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) ৭৬৩টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০৮,০২২ কোটি টাকা। ২০২১ সালে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ১,৮০৩.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২০ সালে ছিল ২,৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মুজিব বর্ষে সরকার দেশের সকল নাগরিককে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এনেছে, এক্ষেত্রেও বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত) মোট ৪২,৩৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭.৩৯ শতাংশই উৎপাদিত হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। বাংলাদেশ পরপর এগারো বারের মত Moody's এবং দশম বারের মত S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 এবং BB- রেটিং অর্জন করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স পদ্ধতি প্রবর্তন করে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত অত্যন্ত ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের মোট বিনিয়োগ জিডিপির ৩১.৬৮ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ জিডিপি'র ২৪.০৬ শতাংশ। সরকারি বিনিয়োগ অর্থাৎ মূলত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যা বেসরকারি উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। সে লক্ষ্যে, বেসরকারি বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সরকার বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনসহ ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বেসরকারি খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান, শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান এবং সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও তার অব্যবহৃত জমি ব্যবস্থাপনা অধিকতর উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশসহ শিল্প অবকাঠামো, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কাজ করে যাচ্ছে।

বিনিয়োগ পরিবেশ

বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) প্রকাশিত ডুয়িং বিজনেস বিষয়ক প্রতিবেদন মূলত বিশ্বের দেশসমূহের বিনিয়োগ পরিবেশকে প্রতিফলিত করে। এ প্রতিবেদন বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়িক অবস্থান, বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, ঋণ প্রাপ্তির অবস্থা, ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্র সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরে। ২০২০ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ইজ অব ডুয়িং বিজনেস এর বিভিন্ন ব্যবসায় মানদন্ডের উন্নয়নে বিশ্বের সর্বোচ্চ ২০টি সংস্কারকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান বিগত

২০১৯ সালের ১৭৬তম হতে আট ধাপ উন্নতির মাধ্যমে ১৬৮তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ৭২তম। ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯তম। এছাড়া, ব্যবসা শুরু ও কর প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান যথাক্রমে ১৩১তম ও ১৫১তম। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে বিশ্ব ব্যাংক তাদের ওয়েব সাইটে ডুয়িং বিজনেস রিপোর্ট প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। ব্যবসা এবং বিনিয়োগ পরিবেশ মূল্যায়নের নিমিত্ত তারা নতুন কোন পন্থা নিয়ে কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ এর অধীনে "ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০" অনুমোদিত হয়েছে এবং ১০ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ থেকে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক মানের অনলাইনভিত্তিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করেছে। ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালুর পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত ৩৯টি সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এর ফলে বিডাসহ ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ৫৮টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ 'বিনিয়োগ বিকাশ' এর লক্ষ্য অর্জনে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য গৃহীত সংস্কারসমূহ বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। ব্যবসা সহজীকরণ কার্যক্রমে কাংখিত অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়কে সভাপতি করে ন্যাশনাল কমিটি ফর মনিটরিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ডুয়িং বিজনেস (এনসিএমআইডি) গঠন হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলার পথে নভেল করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক মহামারীর কারনে দেশের অর্থনীতি এবং বিনিয়োগ পরিবেশ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেশে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরুর সাথে সাথেই সরকার এ সংকট মোকাবিলায় বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সার্বভৌম ঋণমান (Sovereign Credit Rating)

আন্তর্জাতিক ঋণমান নিয়ন্ত্রণকারী দু'টি প্রতিষ্ঠান Standard and Poor's (S&P) এবং Moody's বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সার্বভৌম ঋণমান অবস্থান প্রকাশ করে। ২০১০ সালে সংস্থা দুটি বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌম ঋণমান তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। এ রেটিং তালিকায় ২০১০ সালে Moody's এবং S&P বাংলাদেশকে যথাক্রমে Ba3 এবং BB- মান প্রদান করেছে। দুটি সংস্থাই প্রতিবছর এ ঋণমান পুনর্মূল্যায়ন করে। বাংলাদেশ পরপর এগারোবারের মত Moody's এবং দশমবারের মত S&P কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ Ba3 ও BB- রেটিং অর্জন করেছে। অপর একটি ঋণমান প্রতিষ্ঠান Fitch Rating এ বাংলাদেশ পরপর অষ্টমবার BB- রেটিং পেয়েছে যা স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈদেশিক খাতের দৃঢ় অবস্থানের প্রতিফলন।

প্রকৃত বিনিয়োগ (বৈদেশিক ও স্থানীয়)

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ত্রৈমাসিক এন্টারপ্রাইজ জরিপ (Enterprise Survey)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়ে থাকে। ২০২১ (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সালে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ১৮০৩.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে সমমূলধন ৫৯৪.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পুনঃবিনিয়োগ ১১১৭.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ ৯১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি ১৪.১-এ বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ এবং লেখচিত্র ১৪.১-এ ২০১১ - ২০২১ (সেপ্টেম্বর ২০২১) সাল পর্যন্ত বৈদেশিক বিনিয়োগের গতিধারা উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.১: বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগ উপাদান	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১*
সমমূলধন	৪৩১.৮৫	৪৯৭.৬৩	৫৪১.০৬	২৮০.৩০	৬৯৬.৬৭	৯১১.৩৮	৫৩৮.৯০	১১২৪.১০	৮০৩.৭০	৮৪২.২৯	৫৯৪.১৮
পুনঃবিনিয়োগ	৪৮৯.৬৩	৫৮৭.৫৩	৬৯৭.১১	৯৮৮.৮১	১১৪৪.৭৪	১২১৫.৩৯	১২৭৯.৪২	১৩০৯.১০	১৪৬৭.৩৫	১৫৬৬.১২	১১১৭.৬৫
আন্তঃ কোম্পানি ঋণ	২১৪.৯০	২০৭.৪০	৩৬০.৯৯	২৮২.১৭	৩৯৩.৯৮	২০৫.৯৫	৩৩৩.২৪	১১৮০.১০	৬০২.৯০	১৫৫.১৭	৯১.৫৬
সর্বমোট	১১৩৬.৩৮	১২৯২.৫৬	১৫৯৯.১৬	১৫৫১.২৮	২২৩৫.৩৯	২৩৩২.৭২	২১৫১.৫৬	৩৬১৩.৩০	২৮৭৩.৯৫	২৫৬৩.৫৮	১৮০৩.৩৯

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১৪.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের (FDI) প্রবাহ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির পরিসংখ্যান হতে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৫ শতাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির হারকে শিল্পায়নের গতিধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৩,৭৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরের একই সময়ে এ আমদানির পরিমাণ ছিল ২,২২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.২ এ ২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.২: মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

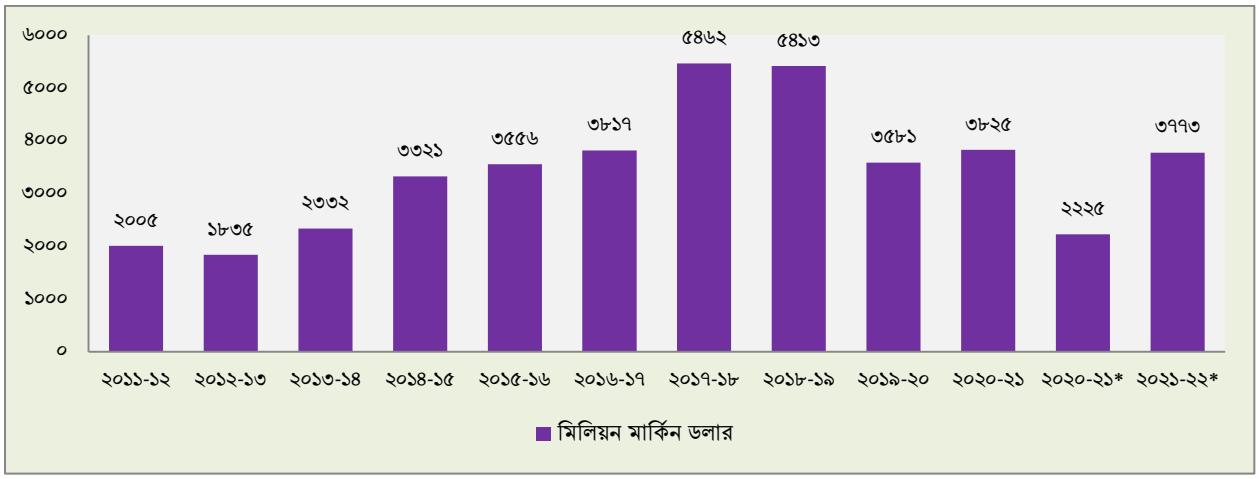

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন, যা পরবর্তীকালে প্রকল্প সংক্রান্ত সার্বিক সম্ভাব্যতা যাচাই সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ১,০৯৫টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ৬৫,৫৬৬ কোটি টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৭৬৩টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১,০৮,০২২ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১৪.২ ঃ বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

অর্থবছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	প্রকল্প	কোটি টাকা	
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬	২২১	৩৪৪১৬	১৯৫৬	৮৭৮৯৩	-১০.০০
২০১২-১৩	১৪৫৭	৪৪৬১৫	২১৯	২২০৭২	১৬৭৬	৬৬৬৮৭	-২৪.০০
২০১৩-১৪	১৩০৮	৪৯৭৫৯	১২৪	১৮৫৩১	১৪৩২	৬৮২৯১	২.৪০
২০১৪-১৫	১৩০৯	৯১২৭৩	১২০	৮০৬১	১৪২৯	৯৯৩৩৪	৪৫.৪৬
২০১৫-১৬	১৫১১	৯৪৫৮৫	১৫১	১৫৫৭৬	১৬৬২	১১০১৬১	৯.৮৬
২০১৬-১৭	১৫৭৮	৯৯৬৭২	১৬৭	৮৫৫৮৯	১৭৪৫	১৮৫২৬১	৬৮.১৭
২০১৭-১৮	১৪৮৩	১২৫৭৯৯	১৬০	৮১৪৯৩	১৬৪৩	২০৭২৯২	১১.৮৯
২০১৮-১৯	১১৯৮	৭০৬৯৬	১৭০	৪৩৩৯৯	১৩৬৮	১১৪০৯৫	-৪৪.৯৬
২০১৯-২০	৭৩৯	৬৩৯৯৩	১৬৬	৪১২৩৩	৯০৫	১০৫২২৬	-১১.৮৪
২০২০-২১	৯৮৬	৫৬৫৯১	১০৯	৮৯৭৫	১০৯৫	৬৫৫৬৬	-৩৭.৬৯
২০২১-২২*	৭০৩	১০০০০৮	৬০	৮০১৪	৭৬৩	১০৮০২২	-

সূত্রঃ মাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২২), পলিসি এ্যাডভোকেসী অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল ৯,১২,৭৩০.৭১ মিলিয়ন টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এ বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,০০,০৮৩.৫২ মিলিয়ন টাকা। স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি ১৪.৩ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৩ঃ স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	১১৩৮২০.২৪৭	১০৬৫৭১.১৪১	৬৬৯৮৬.৭৭৮	৮১৭৭৪.২২৬	৪৫৬০৮.৩৭০	৩১৩৩৯.২৭৭	৯৫০৮৩.২৫৭	৩৪৬৫৫.৩৫৫
ফুড এন্ড এলাইড	৪২৭৯২.২৬৩	২৬১৯৬.৪৬৯	৭৭৭২৩.৩৫০	৩৭১৬৮.৭১৭	৩৩১২১.৩৬৭	২৩২৪৪.৭৪৩	৪২৫৮৫.৭০৪	২৬৬০৬.৮৮৫
টেক্সটাইল শিল্প	১৭৬৪৭৩.৩৩	১৬৯১১৭.০৪৮	১৮৯৭০৫.৮৮৩	২৫৭৭৯২.৫২৩	১৩৭৩৬৪.৮০৪	৫৮৯৩৫.৯৮২	৩৬১৪১.৯৩৬	১৪৭০১৬.২৫৪
প্রিন্টিং এন্ড	৭৯০৭.৮২৮	৭০৪৯.৭৩৭	২৬১০৭.৬১৭	১১৬১৮.৩৭৮	২৪৬১৮.৩৭৫	২২২৮৬.৮৮৮	৯৩৬৭.২৯২	১৩২৮১.০৬৪
ট্যানারি এন্ড লেদার	৫৫৫১.৮০৭	১৫০৫২.৩৯৬	১৫০৬৮.১৯০	১৯৩৮৫.০৫০	১৯৯৭৬.৩৬২	১৪৪১৭.৬০৬	১৮৯৮৭.৪৪৩	৪৫৩৯.২৯৬
কেমিক্যালস শিল্প	২৩০৮৪৩.৪৩	৩১৮২৪০.৬৩৬	২২৯৯১১.৬৯৭	৩৮৯৯২৫.৪০৩	২২৩৩৬১.২১২	৮৩৩৬৪.৯৫৭	১৮১৫৫৩.৮৯৩	১৯৫৫৭৭.৭৪৫
গ্লাস এন্ড সিরামিক	১৯২৫৪.৬২০	৭৬৫০.৪৮২	২৩৮০৮.৪৯৬	১৬৪০৫.৯৫৯	২৬৯৮০.৩৬৯	৯৮২০.৯৯৬	২৮৩৮৯.৩৬৮	৭৪১৮.১৮৮
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	৮৯৮৯৭.২৪৯	১৩৩৮৪৭.১৪৩	১৬০০০৯.৫৭১	১৩৫২৮৭.২৩৯	৯৪১৮৪.১০৭	৮৭০৬২.৭৬৬	৮৩১১৭.৬২২	৬৫৭৯৪.৪৮০
সার্ভিস শিল্প	২০৯৬৫৪.২২৭	১০৭৫১২.৭৫৩	১৩৪১৮৭.৮৮৭	২৯৫৪০৩.৬৬৯	৯৮১২৮.৯১৯	৩০৩০৪৮.৫৫৪	৬৫৭৮২.৭৯৮	৪৯৮১৭১.০৭৬
বিবিধ শিল্প	১৬৫৩৫.৭০০	৫৪৬১৬.২৩৩	৭২৬৯৫.১২৩	১৩২৩০.৪৯৮	৩৪৯৭.১৬৩	৬৪১০.২৫৩	৪৯০৪.৩২৪	৭০২৩.১৮১
মোট	৯১২৭৩০.৭১২	৯৪৫৮৫৪.০৩৮	৯৯৬৭২৫.৭৪৯	১২৫৭৯৯১.৬৬২	৭০৬৯৫৯.৮৫৭	৬৩৯৯৩২.০২২	৫৬৫৯১৩.৬৩৭	১০০০০৮৩.৫২৪

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২) সার্ভিস খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ ৫২ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো কেমিক্যালস শিল্প খাত (১৮%), টেক্সটাইল শিল্প খাত (১৪%) ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাত (৭%)।

লেখচিত্র ১৪.৩ এ ২০২১-২২ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৩ঃ ২০২১-২২ অর্থবছরের (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় বিনিয়োগে প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

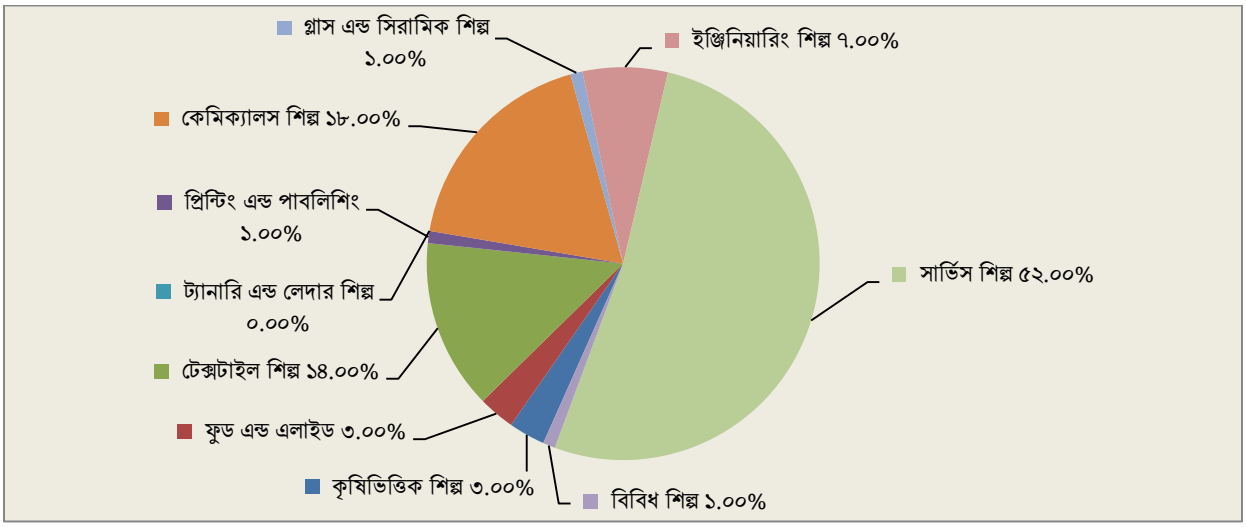

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।*ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানাধীন বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগে মোট ৬০টি নতুন প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে, যাতে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৪২.৭৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি ১৪:৪ এ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশ করা হলোঃ

সারণি ১৪.৪ঃ বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৯৪.৩৮	৭৫.২৫	২৯.৬৮	৩৮.১৯	৩৩.৫৬	২৭.৩৬	১১৬০.৩৩	২৭.৩২	৫.৭১	১৩৭.৪৩
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	১৩.১২	৪.৭০	০.১৩	৬.৮০	১৪.৪৯	১৭৫.০৯	৩৪.৫৫	৩০.৯০	৬.৫৮	০.২৫
টেক্সটাইল শিল্প	৫৪.৬৪	৬২.৬৬	৮.৩৫	১৬.১০	০.৪৫	১২৭.৫৩	১৮৩.৭১	৫.৩৬	৪.১৭	৯৯.৯৩
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	-	-	-	১.৮৫	-	৫.১৪	১.৫৪	৭.১৭	০.৬৮	০
ট্যানারী এন্ড লেদার শিল্প	৫৭.২৯	৩২.৫৫	১৭.৪৯	১১.৩৬	৩.৩৩	৫৫.২৫	১৬.৬৪	৮৯.৫০	৩০.৭১	২.২৯
কেমিক্যালস শিল্প	২৯.৬৬	২০.৫০	৬৩.২৯	৫১.৫২	১৬.৭৫	৬০৬৫.২২	৭২.৯০	২৬.৪৪	৩৭.৯৩	১৮০.৩০
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	১.৬৮	০.৭৯	০.২০	৭.০০	১২.৭৬	-	-	-	২৮.৩২	০.৩৬
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২০.৭৬	২৩৭.৭৪	২৪৪.০৪	২২২.২৪	২৫৩৫.২৮	২৬৮.৯৫	২১৬.১৬	২৯৭১.৬৪	১৩১.২২	৬৬.২৮
সার্ভিস শিল্প	২৪৮১.৯৯	১৬৮৭.০০	৫৪.৩৮	১০৭.৯৮	৭৫১৫.০২	১৩৪৯.৭৮	২১৩.৪৫	১২২.৩২	৬৬৯.২৯	৪৩০.৫০
বিবিধ শিল্প	৪৬.৫৮	৭.১৩	৫.১৩	৫১.৯৮	২৪৫.৯৯	১৬৬৭.৯৮	৩১২৬.১৫	২৩৭.৯৮	৩.৫৭	২৫.৪৫
মোট	**২৮০০.১১**	**২১২৮.৩২**	**৪২২.৬৯**	**৫১৫.০২**	**১০৩৭৭.৬৩**	**৯৭৪২.৩০**	**৫০২৫.৪৪**	**৩৫১৮.৬৪**	**৯১৮.১৮**	**৯৪২.৭৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, * ফেব্রুয়ারি ২০২২।

খাতভিত্তিক বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ২০২১-২২ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২) অর্থবছরে নিবন্ধিত নতুন বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাসমূহে সার্ভিস খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ ৪৬ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো কেমিক্যালস শিল্প খাত (১৯%), কৃষিভিত্তিক খাত (১৪%) ও টেক্সটাইল শিল্প খাত (১১%)। লেখচিত্র ১৪:৪ এ ২০২১-২২ অর্থবছরে নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৪: ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

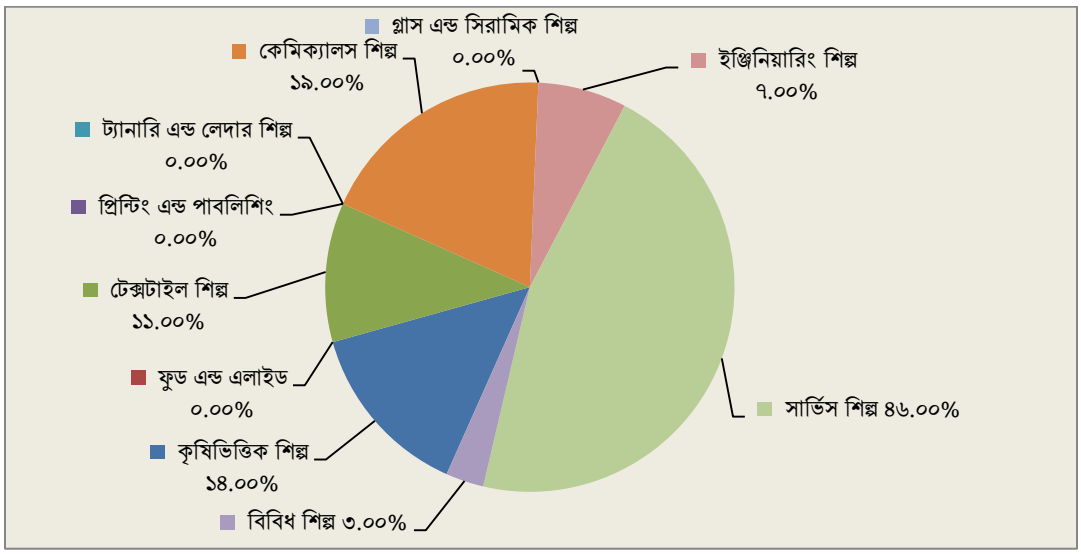

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, *ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বিশ্বের ২০টি দেশ হতে বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) নিবন্ধিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধিত বিদেশী ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ এ অধ্যায়ের শেষে সংযোজনী ১৪.১ এ উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসংস্থান সম্ভাবনা

শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে ১,১৩,৬৫৯ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। লেখচিত্র ১৪.৫ এ ২০১২-১৩ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৫ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ

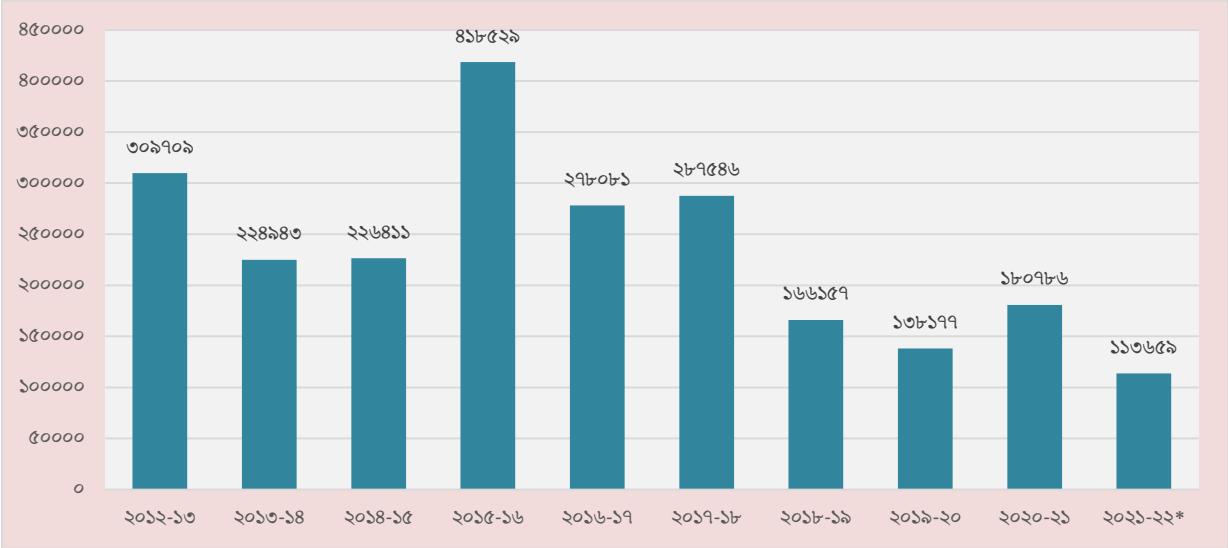

উৎসঃ মাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২২), পলিসি এ্যাডভোকেসী অধিশাখা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।*ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে। ২০১১-১২ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২২) পর্যন্ত অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাবের তথ্য সারণি ১৪.৫ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৫ ঃ অনুমোদিত বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ

অর্থবছর	অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাব (সংখ্যা)	অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ (মিঃ মাঃ ডলার)
২০১১-১২	৩৫	১০৪৭.৯৩
২০১২-১৩	৮৮	১৭৯৫.২৮
২০১৩-১৪	১০৬	১৪৫৩.৩৮
২০১৪-১৫	১৫৩	২২৯৫.৫১
২০১৫-১৬	১২৭	৮৮৭.৬৯
২০১৬-১৭	১৫৩	১৬০০.১৭
২০১৭-১৮	১১৬	২১১২.১৩
২০১৮-১৯	৯৯	৪১১৫.৪৩
২০১৯-২০	৪৬	২৫২৭.৩৮
২০২০-২১	৫১	৮১১.৮৪
২০২১-২২*	৯৭	১৬০২.৭৬
মোট	১০৭১	২০২৪৯.৫০

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৬ এ ২০১৩-১৪ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১৪.৬ ঃ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান

অর্থবছর	ব্রাঞ্চ অফিস	লিয়াজোঁ অফিস	প্রতিনিধি অফিস
২০১৩-১৪	৯৬	২১৫	৭
২০১৪-১৫	১২০	২৪৯	১১
২০১৫-১৬	১০২	২২২	১৫
২০১৬-১৭	১২০	২১১	১১
২০১৭-১৮	১৮৪	২৫৭	১৪
২০১৮-১৯	১৪৬	২১২	১৮
২০১৯-২০	১৫৩	২১৬	১১
২০২০-২১	১৯৯	২৫২	২০
২০২১-২২*	১১৫	১৫২	৯
মোটঃ	১২৩৫	১৯৮৬	১১৬

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার (ইপিজেড) বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশ এর লক্ষ্যে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশে ইপিজেড স্থাপনের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে দেশে ৮টি ইপিজেড রয়েছে। এগুলো হলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, মোংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী),

আদমজী ও কর্ণফুলী। এ ছাড়াও বেপজা চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই উপজেলায় ১,১৩৮ একর জমিতে বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল নামে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন করছে। প্রকল্পের আওতায় সর্বোমোট ৫৩৯টি শিল্প প্লট তৈরি করা হবে। প্রাথমিকভাবে ১৬০টি শিল্প প্লট বরাদ্দ উপযোগী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৯টি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৫৪টি শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, এর মধ্যে ১২৩টি শিল্প প্লট সাময়িক ও ৩১টি শিল্প প্লট চুড়ান্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৩৫০টি শিল্প ইউনিটের মাধ্যমে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ এবং ৫ লক্ষ বাংলাদেশি ব্যক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়নে রংপুর সুগার মিলস্ এর ৪৫০ একর জায়গায় একটি, যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার প্রেমবাগ ইউনিয়নে ৫০৩.৪০ একর জায়গায় একটি ও পায়রা সমুদ্রবন্দরের নিকটবর্তী পটুয়াখালী সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে ৪১৩.০৩ একর জায়গায় একটি ইপিজেড স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ৪৫৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ৭৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উৎপাদনরত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চট্টগ্রাম ইপিজেডে ১৫৪টি, ঢাকা ইপিজেডে ৯২টি, মোংলা ইপিজেডে ৩১টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ২০টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ৪৬টি, উত্তরা ইপিজেডে ২৪টি, আদমজী ইপিজেডে ৪৭টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত মোট ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগ হয়েছে ৫,৮৫৮.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২৩১.৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহ হতে ক্রমপুঞ্জিত রপ্তানীর পরিমাণ ৯২.০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম ৭ মাসে ইপিজেড হতে রপ্তানীর পরিমাণ ৪,৭৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট জাতীয় রপ্তানীর ১৭.১৪ শতাংশ ইপিজেড হতে রপ্তানী হয়েছে।

ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত বেপজার ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্তমানে ৪,৮০,১৪০ জন বাংলাদেশী কর্মরত হয়েছে। কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকের ৬৬ শতাংশ নারী, যা নারী ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা)

দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিকল্পিত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণে উৎসাহ প্রদানের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেজা গভর্নিং বোর্ড ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের স্থান নির্ধারণ ও জমির পরিমাণ অনুমোদন করেছে, এর মধ্যে সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ৬৮টি এবং বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ২৯টি। এসকল অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে ২টি, জিটুজি অর্থনৈতিক অঞ্চল ৫টি এবং ট্যুরজিম পার্ক রয়েছে ৩টি। ইতোমধ্যে ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর, মহেশখালী, শ্রীহট্ট, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল ও সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক) ১৬৮টি বিনিয়োগকারীর অনুকূলে ৭,০০০ একরের অধিক জমি ইজারা প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমান প্রায় ২৩.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়া প্রায় ৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে। এর ফলে সর্বমোট বিনিয়োগের প্রস্তাবের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রস্তাবিত বিনিয়োগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩৮,০০০ লোকের সরাসরি কর্মসংস্থানসহ সম্পূর্ণ রপ্তানীমুখী পণ্য অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে উৎপাদিত হচ্ছে।

বেজার আওতায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে অনলাইনে প্রদত্ত সেবার পরিমাণ ১৬টি যুক্ত হয়ে সেবার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮টিতে। এর পূর্বে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারে নতুন ১১টি সেবা অনলাইনে যুক্ত হয়। আরো ৬টি সেবা অনলাইনে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য বর্তমানে প্রায় ১২৫ ধরনের সেবা বেজা ওএসএস সেন্টার হতে প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সেবা প্রদানকে সময়াবদ্ধ, সেবা প্রদানের সাথে জড়িত ব্যাক্তিদেরকে আরও বেশী দায়বদ্ধ করা হয়েছে। এতে করে একজন বিনিয়োগকারী চাইলে সর্বোচ্চ ১০০ দিবসের মধ্যেই সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে উৎপাদন শুরু করতে পারেন।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Partnership-PPP)

বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও জীবন-মান উন্নয়নের স্বার্থে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন খাতের অবকাঠামোর অনুকূলে ব্যাপক বিনিয়োগ নিশ্চিতকল্পে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি অংশগ্রহণ এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করতঃ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্য পিপিপি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ, বিশেষতঃ ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উন্নয়ন ধারাকে পরবর্তী উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আধুনিক, গতিশীল এবং নিরন্তর সেবা প্রদানে সক্ষম অবকাঠামো গড়ে তোলা, নির্ভরযোগ্য ও টেকসই অবকাঠামো ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দেশে বর্ধিত বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে সমুন্নত রাখাই সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের লক্ষ্য। বেসরকারি খাতের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উন্নয়নের নতুন এই মডেল কাজ করছে। বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য 'Procurement Guidelines for PPP Projects, 2018' প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি আর্থিক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সহজিকরণের লক্ষ্যে 'Rules for Viability Gap for PPP Projects, 2018' জারি করা হয়েছে। এর অধীনে ৪০০ কোটি টাকার Viability Gap Fund (VGF) গঠন করা হয়েছে। পিপিপি প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য Rules for PPP Technical Assistance Financing, 2018 জারি করা হয়েছে। এর অধীনে গঠিত কারিগরি সহায়তা তহবিল ব্যবহার করে পিপিপি প্রকল্প উন্নয়ন ও দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কাজ করে থাকে। এছাড়া এই তহবিল ব্যবহার করে বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান হয়। বেসরকারি খাতকে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থায়নের সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইনান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল) নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অবকাঠামো খাতে ঋণ দেওয়ার জন্য বিআইএফএফএল এ ২,৫০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করা হয়েছে। জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য National Priority Project Rules, 2018 প্রণয়ন করা হয়েছে। পিপিপি প্রকল্পে কারিগরী সহায়তা প্রদানের জন্য বিদেশী ও দেশী পরামর্শক সংস্থা হতে বাছাই করে খাতওয়ারী পরামর্শক প্যানেল গঠন করা হয়েছে, যারা পিপিপি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই, প্রকল্পের বিড ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ, প্রকল্পের চুক্তি প্রস্তুতকরণ এবং প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা ও তদারকিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এসব ব্যবস্থার ফলে দেশের অবকাঠামো নির্মাণে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পিপিপি'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য ১০টি খাতে বর্তমানে ৭৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে আনুমানিক ৩৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হবে। ইতোমধ্যে ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি অংশীদারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে যার প্রকল্প মূল্য ৪.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ ছাড়া দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ১৯টি প্রকল্প এবং সম্ভাব্যতা যাচাই পর্যায়ে ২২টি প্রকল্প রয়েছে। ইতোমধ্যে অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্পসমূহের তালিকা এ অধ্যায়ের শেষে সংযোজনী ১৪.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

লেখচিত্র ১৪.৬ এ বছরভিত্তিক পিপিপি প্রকল্পের সংখ্যা উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১৪.৬ঃ বছরওয়ারি পিপিপি প্রকল্পের সংখ্যা

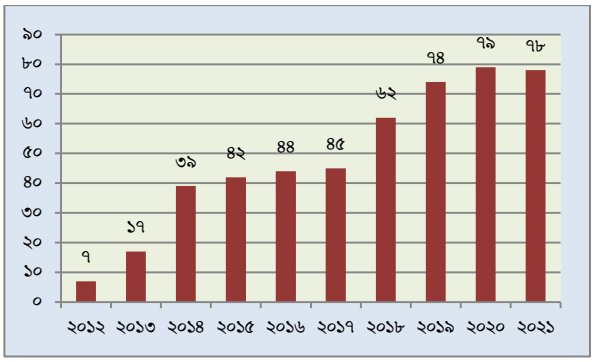

উৎস: পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই)

দেশের শিল্পায়নে গতি সঞ্চার, অর্থনীতির মূলধারায় সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মানসম্মত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ব্যবসায়িক

কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের সম্প্রসারণ ও বিকাশের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০২১ সালেও অব্যাহত ছিল। এ লক্ষ্যে 'কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম', 'স্মল এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম' ,'কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল', 'কৃষিভিত্তিক শিল্প, 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' এবং 'কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতে নতুন উদ্যোক্তা' খাতে ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়ন তহবিল', 'করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ এসএমই খাতে চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১০ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কীম', 'জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল সেক্টর প্রজেক্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব্ স্মল এন্ড মিডিয়াম সাইজড্ এন্টারপ্রাইজেস [এফএসপিডিএসএমই]' প্রকল্পের আওতায় দ্বি-ধাপ তহবিলের মাধ্যমে পুনঃ অথবা পূর্ব অর্থায়ন স্কীম', 'জাইকা সহায়তাপুষ্ট আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট' থেকে পুনঃঅর্থায়ন এবং ইউরোপীয় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তাপুষ্ট 'বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাতের নিরাপত্তা সংস্কার ও পরিবেশগত উন্নয়ন প্রকল্প (এসআরইইউপি)' সুবিধা চালু রয়েছে।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এসএমই খাতে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি ২,১৫,৭৮৬.৩০ কোটি টাকা। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৯,৩৯,১৩১টি এসএমই উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১,৮৫,৪২৮.৪৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়কালে ৮৩,২৬৮টি এসএমই নারী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে ৬,৮০২.০৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কতিপয় নির্বাচিত খাতের বেসরকারি খাত উন্নয়ন কার্যক্রম

আইসিটি খাত

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি', যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, নাটোরে শেখ কামাল আইটি ইনকুবেশন এন্ড ট্রেনিং সেন্টার' এবং ঢাকায় 'জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক'সহ বিভিন্ন পার্কে ৩৮.৩৪ লক্ষ বর্গফুট স্পেস নির্মাণাধীন রয়েছে। নির্মিত স্পেস সমূহের মধ্য থেকে ১২.১০ লক্ষ বর্গফুট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৫টি হাই-টেক পার্কে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। দেশের হাই-টেক পার্কসমূহে এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি ১২০টি কোম্পানিকে জমি/স্পেস বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যাদের প্রস্তাবিত ১,২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের মধ্যে এ পর্যন্ত ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

টেলিযোগাযোগ খাত উন্নয়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ টেলিযোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। ২০০৪ সালে যেখানে দেশে মোবাইল ফোনের মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৪০ লাখ, সেখানে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা ১৮.১৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। সর্বমোট ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা এ সময় ১২.২৮ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ব্যবসাবান্ধব নীতির ফলে বিগত কয়েক বছরে অনেক দেশীয় উদ্যোক্তা টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করেছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ এ বাংলাদেশ 4G মোবাইল প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করেছে। 5G সেবা চালুকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। মোবাইল ফোন খাত থেকে বিপুল পরিমান রাজস্ব আয় হচ্ছে, যা দেশের

মোট রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। পার্বত্য জেলাগুলোও মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক এর আওতায় আনা হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাত

ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্য পূরণের লক্ষ্যে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। মুজিববর্ষে সরকার দেশের সকল নাগরিককে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এনেছে, এক্ষেত্রে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে (জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৯,৯৯৬ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৪৮১ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,২৪৪ মেগাওয়াট এবং ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ গ্রিডভিত্তিক মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২২,০৬৬ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে, যা ক্যাপটিভ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৫,২৮৪ মেগাওয়াট। ২০২১-২২ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট ৪২,৩৯৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে ৪৭.৩৯ শতাংশই পাওয়া গেছে বেসরকারি খাত থেকে, ৪০.০২ শতাংশ এসেছে সরকারি খাত থেকে, ৪.১০ শতাংশ এসেছে যৌথ উদ্যোগ থেকে এবং অবশিষ্ট ৮.৫০ শতাংশ আমদানি করা হয়েছে।

শিক্ষা খাত

সকল স্তরে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ভূমিকা রেখে মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য সরকার আর্থিক প্রণোদনা দিচ্ছে। ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১টি। বর্তমানে ১০৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৯৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১০৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ৮১টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২৩টি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ২টি, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ১টি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১টি। সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা প্রণয়নের নিমিত্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বেসরকারি খাতে শিক্ষার গুণগত মান ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়েছে। 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০' অনুযায়ী প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৬৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে International Quallity Assurance Cell (IQAC) গঠন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র ও শিক্ষকদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে Bangladesh Research and Education Network (BdREN) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। বর্তমানে দেশে বেসরকারি খাতে ৭২টি মেডিকেল কলেজ, ১২টি ডেন্টাল কলেজ, ১৪টি ডেন্টাল ইউনিট, ১৩টি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউশন, ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট স্কুল, ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অব হেলথ টেকনোলজি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২০২০-২১ অর্থবছরে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যে কোনো জরুরি চাহিদা মেটানোর জন্য ১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরেও ১০,০০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রযুক্তি খাতের গবেষণা উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকার একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পর্যটন খাত

সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত পর্যটন খাত উন্নয়নে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি উদ্যোক্তাদের পর্যটন খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করেছে। পর্যটন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে এ খাতে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা দারিদ্র্য দূরীকরণে ভূমিকা রাখছে।

পর্যটন শিল্পকে অর্থনৈতিক খাত হিসেবে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যেমন, দেশের পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানগুলোতে কেবল বিদেশিদের জন্য স্বতন্ত্র পর্যটন এলাকা স্থাপন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রেখে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক, দ্বীপভিত্তিক পর্যটন পার্ক ও হোটেল নির্মাণ এবং পর্যটকদের বিনোদনসহ যাবতীয় সুবিধাসমৃদ্ধ

আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের বিদ্যমান স্থাপনাগুলোর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন স্থানে আধুনিক পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। কোভিড-১৯ রোগের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে সরকার সক্রিয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে।

বীমা খাত

ব্যবসা ঝুঁকি হ্রাস ও জনগণের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে বীমা খাত নিরলসভাবে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন' ছাড়াও বর্তমানে দেশে ৭৯টি বেসরকারি বীমা কোম্পানি তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪৫টি সাধারণ বীমা ও ৩৪টি জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বীমা শিল্প প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তবে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বীমা খাতকেও প্রভাবিত করেছে, তবে ধীরে ধীরে এ খাত নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠছে। ২০২০ সালে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৪,৬৯২.১৪ কোটি টাকা, যা ২০২১ সালে ০.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪,৭৩৫.২৬ কোটি টাকা। সারণি ১৪.৭ এ সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের চিত্র উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১৪.৭ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

কোটি) টাকা(

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি খাতঃসাধারণ বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০১২	২১৮.৯২	১৯৪৮.৩৫	২১৬৭.২৭	১০.১০	৮৯.৯০	১০.৮৬	১০.০৮	১০.১৬
২০১৩	১৯০.৯৬	২১০১.৮৪	২২৯২.৮০	৮.৩৩	৯১.৬৭	-১২.৭৭	৭.৮৮	৫.৭৯
২০১৪	১৭৬.১১	২২৬৯.৬০	২৪৪৫.৭১	৭.২০	৯২.৮০	-৭.৭৭	৭.৯৮	৬.৬৭
২০১৫	২০৭.৩১	২৪৩৫.৭০	২৬৪৩.০১	৭.৮৪	৯২.১৬	১৭.৭১	৭.৩২	৮.০৭
২০১৬	২২৩.৪৯	২৫৪৯.৩৮	২৭৭২.৮৮	৮.০৬	৯১.৯৪	৭.৮১	৪.৬৭	৪.৯১
২০১৭	২৩৮.৬৬	২৭৪২.৭৭	২৯৮১.৪৩	৮.০০	৯২.০০	৬.৭৮	৭.৫৯	৭.৫২
২০১৮	৩৪৮.৯০	৩০৪১.৮৯	৩৩৯০.৭৯	১০.২৯	৮৯.৭১	৪৬.১৯	১০.৯১	১৩.৭৩
২০১৯	১৩০০.১৭	৩৪১৮.৬৭	৪৭১৮.৮৪	২৭.৫৫	৭২.৪৫	২৭২.৬৫	১২.৩৯	৩৯.১৭
২০২০	১২৯৫.৩৮	৩৩৯৬.৭৬	৪৬৯২.১৪	২৭.৬১	৭২.৩৯	-০.৩৭	-০.৬৪	-০.৫৭
২০২১*	১০৫৪.২০	৩৬৮১.০৭	৪৭৩৫.২৬	২২.২৬	৭৭.৭৪	-১৮.৬২	৮.৩৭	০.৯২

উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। * ২০২১ সাল অনিরীক্ষিত তথ্য।

অন্যদিকে, সরকারি 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও ৩৪টি বেসরকারি জীবন বীমা কোম্পানি ২০২১ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে আয় করেছে ১০,২৬০.৪৩ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৭৩২.৪৪ কোটি টাকা বেশি। সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.৮ এ বর্ণনা করা হলোঃ

সারণি ১৪.৮ ঃ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি খাতের অংশ (%)	বেসরকারি খাতের অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ	মোট			সরকারি জীবন বীমা কর্পোরেশন (%)	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানিসমূহ (%)	মোট (%)
২০১২	৩৪৩.২০	৬২৪৩.৯০	৬৫৮৭.১০	৫.২১	৯৪.৭৯	১১.৪৭	৫.০০	৫.৩১
২০১৩	৩৬৫.১১	৬৪৭৪.৬০	৬৮৩৯.৭১	৫.৩৪	৯৪.৬৬	৬.৩৮	৩.৬৯	৩.৮৩
২০১৪	৩৮৯.৯৩	৬৬৮৬.৩৯	৭০৭৬.৩২	৫.৫১	৯৪.৪৯	৬.৮০	৩.২৭	৩.৪৬
২০১৫	৪০৩.৭৪	৬৯১২.৩৬	৭৩১৬.০৯	৫.৫২	৯৪.৪৮	৩.৫৪	৩.৩৮	৩.৩৯
২০১৬	৪১২.৫১	৭১৭৫.৯৪	৭৫৮৮.৪৫	৫.৪৪	৯৪.৫৬	২.১৭	৩.৮১	৩.৭২
২০১৭	৪৭৪.৭২	৭৭২৩.৭৩	৮১৯৮.৪৬	৫.৮০	৯৪.২১	১৫.০৮	৭.৬৩	৮.০৪
২০১৮	৫১৩.০৮	৮৪৭৯.০৫	৮৯৯২.১৩	৫.৭১	৯৪.২৯	৮.০৮	৯.৭৮	৯.৬৮
২০১৯	৫৭৪.১২	৯০২৫.৫১	৯৫৯৯.৬৩	৫.৯৮	৯৪.০২	১১.৯০	৬.৪৪	৬.৭৬
২০২০	৬০১.৪৮	৮৯২৬.৫১	৯৫২৭.৯৯	৬.৩১	৯৩.৬৯	৪.৭৭	-১.১০	-০.৭৫
২০২১*	৬৬২.১০	৯৫৯৮.৩৩	১০২৬০.৪৩	৬.৪৫	৯৩.৫৫	১০.০৮	৭.৫৩	৭.৬৯

উৎসঃ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।* ২০২১ সাল অনিরীক্ষিত তথ্য।

সংযোজনী ১৪.১

নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
১.	সৌদি আরব	০	২.৩৬৩	৫.৫০০	২৪৫০.০৭৬	০.১২৫	০	৫.৪১৩	৮.২৭৮	**০.০১১**
২.	আমেরিকা	৮৫.০০৫	১২০.৮৪২	১৭.২৪৬	১৭৮.০১১	৪৯২.৬২৯	৬৪৩.৩৭৮	১৩.৫৭৪	৩২০.৭৩২	**১৫.৫০০**
৩.	থাইল্যান্ড	২৫.৭৫০	১৮.৬৬৭	২৭.৬৭৩	৫৮৪.০৫৬	৬.০২৪	২.২৭৭	০.০৪৭	০.০৬৯	**০**
৪.	ভারত	১৬৯.৬২৩	৩৪.০৩৮	৩৩.৭৬৩	২০৯.৫০০	৩১০.১৩৯	৪০.৯৩৭	২৩.১২৮	২২.৫৪৮	**৮.২৩৫**
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	৭.৯৬০	৪.৫৪১	১৬১.৫৪২	৯.১৫৯	১১৪.৬০২	১.৭৬১	২.৫২৫	০	**১৩.৬৬০**
৬.	মালয়েশিয়া	২.৩৬১	৮.৫৮৮	৮৮.৩৮৯	২৩.৮১৬	০.৫৬১	৩.৮৫২	১২০০.২৪৪	৫.২৯৪	**০**
৭.	নেদারল্যান্ডস	০.৮৪৬	০.৬০৮	৪.৭৭৪	১৫.০৮১	০	১৭২০.৪০২	৪১.২৫০	১.১৭২	**৮.২৫২**
৮.	চীন	১৬৮৩.৩২২	২৫.১০২	৭০.৩৯৬	৬১৫৩.৮৫৯	৩৭৫.১৮৯	৯৪৩.৬৪৭	১৯৩৪.৪১৩	৮৩.৮৫২	**২১৭.৬৬১**
৯.	যুক্তরাজ্য	০	৫৮.১৫৭	৫.০৮২	২.৬২৮	৩৮৬.০৭২	০.২৬২	৬.৫০৬	১.১৬৮	**৩.৭৫৯**
১০.	পাকিস্তান	০.৬৪৮	০	০	১.২৯৩	০	০	০	০	**০**
১১.	জাপান	১৬.৭৭৯	৭.২২৩	৫৯.৭৯১	১২.৩৭৫	৪৩.৭০৬	২৪৮.৫৪৯	১৮.২৯১	৩৪.০৩৯	**০.৭০৬**
১২.	ডেনমার্ক	১.০৬২	০.৫১৪	০.০২৪	০	০	০	১৪.১৩০	০	**০**
১৩.	শ্রীলঙ্কা	০.১৮৭	০	১.৬১১	০.২	৩.৫৩২	৯৮.২৯১	০.২৫২	৫.০২৮	**০**
১৪.	কানাডা	১.২৮০	৭.১৯৮	০.৮৪৯	০	৩.১১৪	০.১৩৩	০	০.৫৯৭	**০**
১৫.	তাইওয়ান	৩.৬৮৪	১৬.৫৯৪	০.৮২২	০	০.১৫২	১.১৫৭	৭৭.৫৮৯	০	**২.৫১৯**
১৬.	সিঙ্গাপুর	২৯.৩২৮	৯.৬০৫	১.৯৭৭	৫৯৬.৯১৪৯	২৩৬.০৮৯	১২৪৭.৪২৬	১৬৭.৫৮৬	৩০৩.১২৯	**০**
১৭.	তুরস্ক	০	২.২৭১	০.২৮৮	১.০২৬	৮.৫৩৫	০	২.৭৭০	০	**১৩৪.০৬০**
১৮.	ইতালী	২.৩৯২	১.১২৭	০	১৬.৩৭৬	০	০	০	০	**০.২৩৫**
১৯.	হংকং	৩.৬৪৬	৮.৩৪২	২.৮৮৬	৩৮.০৬৯	৬.৫২০	২৯.৯১০	০.৮৫০	০	**১৫৭.১৫৪**
২০.	আফ্রিকা	০	৩.৬২৭	০	০	০	০	০.৩২০	০	**০**
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	০	০	০.২৩৯	৫০.১৩০	০	০	০	০	**০**
২২.	বার্মুডা	০	০	০		০	০	০	০	**০**
২৩.	ফ্রান্স	০.৮০৬	০	০	৩.১১৭	০	০	০	৩.৯৩৪	**১.১২৪**
২৪.	লেবানন	০	১.১৩৬	০	০	০	০	০	০	**০**
২৫.	মরিশাস	৫.১২৮	৫৪.৬২৬	৯.৬৫৩	০	৩৪০.০০০	০	৩২.৫৪৫	০.৯৯৯	**০**
২৬.	ফিলিপাইন	০	০	০	০	০	১০.২৭৪	০	০	**০**
২৭.	সুইডেন	০	১৬.২৭৬	১.৮৩১	১.০০৬	০	২.৩৭৭	০	১.৯৬২	**৫.৫৪০**
২৮.	সুইজারল্যান্ড	০.৫৮৯	১৪.৮২৪	০	০	০	১৭.৯০০	০	০.১২১	**৬.৪৩৮**
২৯.	ফিনল্যান্ড	০	০.৫৫৬	০	০	০	০	০	০	**০**
৩০.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	৫২.১৬০	০.৩০১	১.১১৭	৯.৫০০	৬৯৮০.০৩৭	০.৩০০	১০৮.৯৪৪	০	**৭.২৩৩**
৩১.	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০	০	৮.৯৮৮	০	০	১.০৩৫	০	০	**০**
৩২.	জার্মানী	২.২৬৬	১.৩৪৫	৬.৫৯৭	০.০৪৭	৭.০০৩	৪.০০০	৪.০১৯	৭৮.৩১০	**১.৩৬৯**
৩৩.	অস্ট্রেলিয়া	৬.১৮২	১.০১৬	১.০৪৭	০	০	০	২.৫৮২	৬.০৯৫	**০**
৩৪.	স্পেন	০.০২৮	১.৬৯৬	০	১২.০১৪	০	১.৭১	০.৩৯৫	০.১১৪	**০**
৩৫.	পোল্যান্ড	০	০.৮৯৪	০	০	০	০	০	০	**০**
৩৬.	বেলজিয়াম	০	০	০	০	০	০.৩৫	০	০	**০**
৩৭.	মিশর	০	০	০	০	০	০	০	০	**০**
৩৮.	হাঙ্গেরী	০	০	০	০	০	০	০	০	**০**
৩৯.	নরওয়ে	০	০	০	০	৪.৭৮১	০	০	০	**০.৫৭১**
৪০.	জর্দান	০	০	০	০	০	০	০	০	**০**
৪১.	কুয়েত	০	০	০.৮৮৫	০	০	০	০	০	**০**
৪২.	মাল্টা	০	০	০	০	০	০	০	০	**০**
৪৩.	গিনি	০	০	০	০	০	০	০	০	**০**
৪৪.	লিবিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	**০**

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২*
৪৫.	সার্বিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	**০**
৪৬.	ইয়েমেন	২৭.২৮৯	০	০.৩০৮	০	০	০	০	০	**০**
৪৭.	নাইজেরিয়া	০	০.৬১৪	০	০	০	০	০	০	**০**
৪৮.	ইরান	০	০	১.২৪৪	০	০	০	০	০	**০**
৪৯.	লিথুনিয়া	০	০	০.৫০০	০	০	০	০	০	**০**
৫০.	উজবেকিস্তান	০	০	০	২.৭১৩	০	০	০	০	**০**
৫১.	বেলারুস	০	০	০	৫.৮৭৫	০	০	০	০	**০**
৫২.	নেপাল	০	০	০	০	১.৩৪৭	০	৮.১৪	০	**০**
৫৩.	ওমান	০	০	০	০	০	০	০.১১৭	১.১৭৬	**০**
৫৪.	ইরিল্যান্ড	০	০	০	০	০	০	০.১১৮	০	**০**
৫৫.	ইংল্যান্ড	০	০	০	০	০	০	১.৩৪৬	০	**০**
৫৬.	কোরিয়া	০	০	০	০	০	০	১৭.৩৮৫	১০.৫৯৫	**১৬০.৫০৩**
৫৭.	বুলগেরিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০.১৬৪	**০**
৫৮.	কাজাখিস্তান	০	০	০	০	০	০	০	০.৪১১	**০**
৫৯.	এঞ্জুলিয়া	০	০	০	০	০	০	০	২৮.২১১	**০**
৬০.	বাহামাস	০	০	০	০	০	০	০	০.১৯২	**০**
৬১.	রোমানিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	**০.৫৮৯**
	মোট	**২১২৮.৩২১**	**৪২২.৬৯১**	**৫১৫.০২১**	**১০৩৭৭**	**৯৭৪২.৩০৮**	**৫০১৯.৯২৮**	**৩৬৮৪.৪৮০**	**৯১৮.১৯০**	**৭৪৫.১১৯**

উৎসঃ পলিসি এডভোকেসী অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড।* ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত।

সংযোজনী ১৪.২
অনুমোদিত পিপিপি প্রকল্প

ক্রমিক নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয় (মিঃমাঃডঃ)
	পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত	
১	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে	১২৪৩
২	ঢাকা বাইপাস চার লেনে উন্নীতকরন	৩৫৯
৩	হাতিরঝিল রামপুরা সেতু	২৬১
৪	ঢাকা ইস্ট ওয়েস্ট এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	২০৫০
৫	ধীরাশ্রম রেলস্টেশনে নতুন আইসিডি নির্মাণ	১৫৩
৬	খানজাহান আলী বিমানবন্দর, বাগেরহাট	৩০০
৭	খানপুরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ ও পরিচালনা	৩০
৮	গাবতলী নবীনগর রোড	৩৪০
৯	সার্কুলার রেলওয়ে লাইন	৮৩৭৩
১০	চট্টগ্রাম-কক্সবাজার হাইওয়ে উন্নীতকরন	১৪৬২
১১	পাটুরিয়া-গোয়ালন্দতে ২য় পদ্মাসেতু নির্মাণ	১৫০০
১২	এমআরটি লাইন-২	৩৪৭৯
১৩	নারায়ণগঞ্জ শহরের জন্য লাইট রেপিড ট্রানজিট সিস্টেম	২০০
১৪	কমলাপুর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি	২৫৯৫
১৫	বিমানবন্দর রেলওয়েতে মাল্টি মোডাল হাব তৈরি	২০০
১৬	আউটার রিং রোড	১৫২৯
১৭	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুরসড়কে মেঘনা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ	৮৭৮
১৮	ঢাকা (জয়দেবপুর)-ময়মনসিংহ (এন৩) হাইওয়েকে এক্সপ্রেসওয়েতে উন্নীতকরণ	৩৯৪.৫
১৯	মংলা বন্দরে ২টি জেটি নির্মাণ	৯৪
২০	লালদিয়া বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ	৩০০
২১	বে-টার্মিনাল	২০৮৯
২২	ইকুইপ,অপারেট এন্ড মেইন্টেইন পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল	৫৮
২৩	পায়রা পোর্ট কোল টার্মিনাল	৬৬০
২৪	পায়রা পোর্ট কন্টেইনার টার্মিনাল	৩০০
	সামাজিক সুরক্ষা	
২৫	বয়স্ক নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য ও হসপিটালিটি কমপ্লেক্স নির্মাণ (অবসর)	১০
	বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	
২৬	বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (ব্লক ২ ও ৫)	২১০
২৭	বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি (ব্লক ৩)	২৫
২৮	ইনফো সরকার ৩ (কম্পোনেন্ট-১)	৩৫০
২৯	ইনফো সরকার ৩ (কম্পোনেন্ট-২)	৩৫০
৩০	মহাখালী আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠা	২০
	শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	
৩১	মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	১২
৩২	মিরেরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৭৩৫
৩৩	জামালপুরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা	৪০
৩৪	এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা	২২
৩৫	টেক্সটাইল মিল, ডেমরা	৪০
৩৬	টেক্সটাইল মিল, টঙ্গী	৫০
৩৭	টাঙ্গাইল কটন মিল	১৫০
৩৮	বিটিএমসিঃ আর আর টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৩৯	বিটিএমসিঃ আমিন টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪০	বিটিএমসিঃ দোস্ত টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০

ক্রমিক নং	খাত	সম্ভাব্য ব্যয় (মিঃমাঃডঃ)
৪১	বিটিএমসিঃ রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪২	বিটিএমসিঃ এশিয়াটিক কটন মিল লিমিটেড	৫০
৪৩	বিটিএমসিঃ জলিল টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪৪	বিটিএমসিঃ বেঙ্গল টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪৫	বিটিএমসিঃ সুন্দরবন টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪৬	বিটিএমসিঃ মাগুরা টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪৭	বিটিএমসিঃ রাজশাহী টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪৮	বিটিএমসিঃ দিনাজপুর টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৪৯	বিটিএমসিঃ দারওয়ানি টেক্সটাইল মিল লিমিটেড	৫০
৫০	বিটিএমসিঃ আফসার কটন মিল লিমিটেড	৫০
৫১	কক্সবাজারে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	১০০
৫২	সিলেটে পাঁচ তারকা হোটেল নির্মাণ (বিদ্যমান পর্যটন হোটেলে)	২০
৫৩	তিন তারকা হোটেল, পশুর, মোংলা, বাগেরহাট	১৫
৫৪	কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ (মোটেল উপল)	৪৫
৫৫	পাঁচ তারকা হোটেল ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুজগুন্নি, খুলনা	৩০
	গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলী	
৫৬	গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য ইন্টিগ্রেটেড ওয়েস্টওয়াটার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উন্নয়ন	৬৪
৫৭	নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য ঢাকায় বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ (ঝিলমিল প্রকল্প)	১১৭৪
৫৮	মিরপুরে স্যাটেলাইট টাউন নির্মাণ	৪৪
৫৯	পূর্বাচল পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও পয়:নিষ্কাশন প্রকল্প	৮০
৬০	চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন ও আবাসিক এপার্টমেন্ট নির্মাণ	২০০
৬১	মিরপুর টাউনশিপ প্রকল্প (ফেজ-২)	৯৭৪
৬২	চট্টগ্রাম রেলওয়ের জমিতে হোটেল কাম গেস্ট হাউজ ও শপিং মল নির্মাণ	৬
৬৩	খুলনায় রেলওয়ের জমিতে হোটেল কাম গেস্ট হাউজ ও শপিং মল নির্মাণ	৩০
৬৪	চট্টগ্রামে নো-ভিউ গেস্ট হাউজ নির্মাণ	২২
৬৫	পূর্বাচলে হাই রাইজ এপার্টমেন্ট নির্মাণ প্রকল্প	৫০০
৬৬	জাকির হোসেন রোড চট্টগ্রামে পাঁচতারা হোটেল নির্মাণ	৫০
	স্বাস্থ্য খাত	
৬৭	চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার নির্মাণ ঢাকার কিডনী হাসপাতালে কিডনী ডায়ালিসিস সেন্টার স্থাপন	৩
৬৮	চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ ও মেডিকেল কলেজ স্থাপন	৪৭
৬৯	চাষাড়া নারায়ণগঞ্জে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (পিপিপি ভিত্তিতে)	৩৫
৭০	টঙ্গীতে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র হাসপাতাল উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (পিপিপি পদ্ধতিতে)	৩৫
৭১	কমলাপুর মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	১০০
৭২	সৈয়দপুর মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৭৩	পাকশীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ	৭৫
৭৪	খুলনা রেলওয়ের জমিতে মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও ২৫০ শয্যা হাসপাতাল নির্মাণ	১০০
	সাধারণ সরকারি সেবা	
৭৫	কম্প্রিহেন্সিভ নন-ইন্ট্রুসিভ ইন্সপেকশন প্রকল্প	১০০
	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	
৭৬	কন্সট্রাকসন অফ এলপিজি ইমপোর্ট, স্টোরেজ এন্ড বটিং প্ল্যান্ট এট কুমিরা	৫০
	শিক্ষা	
৭৭	দি ইনোভেশন এন্ড ইনোভেটর সেল প্রকল্প	১০
	কৃষি	
৭৮	কম্পোজিট রাইস মিলস	১৭০

উৎস: পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ